যুগান্তর

তারিখ ... 25 OCT 2008
পৃষ্ঠা ... ১৬ কলাম ... ৪

অনিয়ম দুর্নীতি দূর করতে সংশোধন হচ্ছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ

মুসতাক আহমদ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় পুনর্গঠন ও সংস্কারের লক্ষ্যে ২২ সদস্যের উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। শিক্ষা উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমানকে প্রধান করে গঠিত ওই কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়টিকে প্রকৃত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে বিদ্যমান আইনের সংশোধনসহ একাডেমিক-প্রশাসনিক কার্যক্রমের বিরাজমান বিশৃংখলা, অন্যায়-অনিয়ম ও দুর্নীতির ব্যাপারে পর্যালোচনাসহ বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রকৃত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার সুপারিশমালা পেশ করবে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, রাষ্ট্রপতির নির্দেশে গঠন করা হয়েছে ওই কমিটি। ৩০ নভেম্বরের মধ্যে কমিটির ওপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পন্ন করতে হবে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে। একটি বৈঠকের মাধ্যমে কমিটি ইতিমধ্যে কাজ শুরু করেছে। সরকারি হিসাব অনুযায়ী বর্তমানে দেশে ২৯টি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বাদে বাকিগুলোতে কেবল অনার্সে পাঠদানের জন্য আসন রয়েছে মাত্র ১৯ হাজার ৫শ'। আর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ১৬৯টি অনার্স কলেজে আসন রয়েছে ১ লাখ ৫০ হাজার। তবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দাবি করছে, তাদের ভর্তির সুযোগ ১ লাখ ৩০ হাজার নয়, দেড় লাখ। এর বাইরে প্রায় ১ লাখ আসন রয়েছে ডিগ্রি পাস কোর্সে। সে হিসাবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দেশের উচ্চশিক্ষার ৮৫ বা ৮০ ভাগ নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু দেশের প্রায় অধিকাংশ উচ্চশিক্ষা কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করা সত্ত্বেও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এক্ষেত্রে দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছে না বলে অভিযোগ রয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় অভিযোগ হচ্ছে, নিজস্ব আইনের বাইরে গিয়ে এবং নিয়মবিধি লংঘন করে একটি বোর্ডের মতো এ বিশ্ববিদ্যালয়টি পরিচালিত হচ্ছে। বহির্বিশ্বে যেখানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় একটি মর্যাদাকর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সেখানে আমাদের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ঠিক তার উল্টো। এক্ষেত্রে এ বিশ্ববিদ্যালয়টি নিজের আইন অনুযায়ী না চলাই বড় কারণ বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করেন। আর আইনে সবচেয়ে দূর : পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ৩

দূর : অনিয়ম-দুর্নীতি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

লক্ষণীয় একটি দিক হচ্ছে 'উপাচার্যের ক্ষমতা'। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী উপাচার্যের অসীম ক্ষমতা। শিক্ষা সচিব মোঃ মোমতাজুল ইসলাম এ প্রতিনিধিকে বলেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইনই বড় সমস্যা। এছাড়াও অধিভুক্ত কলেজের ওপর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ না থাকা, দুর্বল পরিদর্শন ব্যবস্থা, সার্বক্ষণিক লেখাপড়া মনিটরিং না থাকা, কলেজের বার্ষিক রিপোর্ট গ্রহণ-প্রকাশ না হওয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন লংঘন করে 'বোর্ড অব ডিরেক্টরস' ও 'বোর্ড অব স্টাডিজ'র নির্দেশনা অনুযায়ী না চলা, সরকারি কলেজে শিক্ষক নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি, আয়-ব্যয় ইত্যাদিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশগ্রহণ না থাকা, ভয়াবহ সেশনজট ও পরীক্ষা গ্রহণে বিলম্ব, বছরে ১২ মাসের মধ্যে সবমিলিয়ে ৩ মাস কোথাও ক্লাস হওয়া, শিক্ষক সংকট, প্রাইভেট প্রথা, বিচার-বিবেচনা ছাড়া ৩ বছরের ডিগ্রি কোর্স চালু ইত্যাদি রয়েছে। সংশ্লিষ্টদের অভিযোগ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অনিয়ম-দুর্নীতির আখড়া। সেখানে আইন একেবারেই মানা হয় না। তারা টাস্কফোর্স বসিয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারীর সম্পদের হিসাব নেয়ার দাবি করেন। ২২ সদস্যের কমিটি ২ ভাগে গঠন করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে— সরকারি প্রতিনিধি এবং শিক্ষাবিদ, বিশেষজ্ঞ ও বেসরকারি প্রতিনিধি। পরের কমিটির সদস্যরা হলেন— ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্বয়ং (অধ্যাপক মোফাখখারুল ইসলাম), অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞা, অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, সাংবাদিক ও সাবেক উপদেষ্টা মাহবুবুল আলম, অধ্যাপক শমশের আলী, অধ্যাপক ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ, ড. মুহাম্মদ ইব্রাহিম, অধ্যাপক আহমেদ কামাল, খন্দকার সাখাওয়াত আলী এবং আরও তিনটি কলেজের অধ্যক্ষ। সরকারি প্রতিনিধির মধ্যে শিক্ষা সচিব, যুগ্ম সচিব, মহাপরিচালক মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর, অধ্যাপক হোসনে আরা আহমেদ, অধ্যাপক আহমেদ রেজা, অধ্যাপক ইকরামুল ওয়াদুদ ও যুগ্ম সচিব (কলেজ)।

কমিটির কার্যপরিধির মধ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনগত কাঠামো ও অবস্থান পর্যালোচনা, অধিক্ষেত্র ও কার্যপদ্ধতি পর্যালোচনা, ডিগ্রি, অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স তদারকি কাজ ও প্রোগ্রাম খোলার নীতিমালা পর্যালোচনা, শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান শিক্ষায় অনীহার কারণ উদ্ঘাটন ও নির্দেশনা অনুযায়ী উল্লিখিত কার্যাবলী পর্যালোচনা শেষে উচ্চশিক্ষার সার্বিক গুণগত মান নিশ্চিতে সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালা প্রণয়ন।